

সর্বত্যাগী সর্ব রোগী সর্ব ভোগী যেই।
 মাধুর্যের পাত্র মহাভাগবত সেই।।
 সর্ব ত্যাগ করি বাছা পরিলে কৌপিন।
 সর্ব রোগী সর্ব ভোগী হ'লে উদাসীন।।
 কি ব্যাখ্যা করিব তোরে নাহি বলাবল।
 কি ফল ব্যাখি তোর নাহি ফলাফল।।”
 শুনিয়া পড়িল সাধু দণ্ডবৎ করি।
 শ্রীহরি বলিয়া অন্নি কহিল শ্রীহরি।।
 দশরথ বলে ‘আমি বড়ই জঘন্য
 তব বাক্য সত্য আমি আজ হ'তে ধন্য।’
 অযাচক ভিক্ষাবৃত্তি প্রবৃত্ত হইল।
 দেশে দেশে ওইভাবে ভ্রমিতে লাগিল।।
 ভ্রমণ করেন ঠাকুরের আজ্ঞা মত।
 সেভাবে জীবিকা রক্ষা করে অবিরত।।
 ছেঁড়া কাঁথা গায় তোর কৌপিন পরিয়া।
 ছেঁড়া কানি মস্তকেতে চিবুকে বাঁধিয়া।।
 বাক্‌বন্ধ অন্তরে জপিত হরিবোল।
 ভিক্ষা করিতেন করে করি কমণ্ডল।।
 মল্লকান্দী ছিলেন বিশ্বাস মৃত্যুঞ্জয়।
 মল্লকান্দী ছেড়ে কালীনগরে উদয়।।
 মাঝে মাঝে ঠাকুর আসেন মল্লকান্দী।
 অনুক্ষণ মৃত্যুঞ্জয় যান ওড়াকান্দী।।
 একদিন ঠাকুর বলেন মৃত্যুঞ্জয়।
 করগে কালীনগরে বসতি আশ্রয়।।
 তাহাতে ত্যজিয়া মল্লকান্দীর বাসর।
 ভিটা ছাড়ি করে বাড়ী সে কালীনগর।।
 দৈবযোগে একদিন সেই ভদ্রাসনে।
 দশরথ উপনীত দিবা অবসানে।।
 মৃত্যুঞ্জয় দশরথ সূর্যনারায়ণ।
 তার মধ্যে হইলাম আমি একজন।।
 কহিতেছে দশরথ হরষিত মনে।
 ‘কল্য বাছা আমরা যে মেরেছে যবনে।।

মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসিল ‘কেমনে মারিল?’
 হাসিয়া হাসিয়া সাধু কহিতে লাগিল।।
 ‘ঠাকুরের কথা আছে কথা না কহিব।
 অযাচক বৃত্তি দ্বারা জীবন রাখিব।।
 আইচপাড়া যুধিষ্ঠির বিশ্বাস ভবনে।
 উপস্থিত হইলাম দিবা অবসানে।।
 বাক্‌বন্ধ প্রভু আজ্ঞা কথা নাহি বলি।
 পাগল বলিয়া সবে হাতে দেয় তালি।।
 রাখালে জিজ্ঞাসা করে আসিয়া নিকটে।
 কথা নাহি বলি তারা সবে মারে ইটে।।
 রাখালের যন্ত্রণায় হইনু অস্থির।
 আমাকে দেখিতে পায় সেই যুধিষ্ঠির।।
 রাখালে তাড়ানে দিয়া মোরে ডেকে লয়।
 তিনি কন এ কখন পাগল তো নয়।।
 সেখানেতে ছিল রামকুমারের ভগ্নী।
 নড়াইল নিবাসিনী ভবানী নামিনী।।
 তিনি কন ‘আমি চিনি পাগল নহে তো।
 মোদের ওড়াকান্দীর ঠাকুরের ভক্ত।।
 যুধিষ্ঠির যত্ন করি করান ভোজন।
 শালান্ন ও দধি দুগ্ধ সম্বৃত ভোজন।
 ভোজন হইল বেলা অপরাহ্ন কালে।
 প্রতিষ্ঠার ভয়ে আমি আসিলাম চলে।।
 দিন ভরি ভিক্ষা করি যাই কলাবাড়ী।
 সন্ধ্যাকালে গিয়াছি নু মিঞাদের বাড়ী।।
 ঠাকুরের বাক্য আছে গৃহে যেতে মানা।
 মিঞাদের বাড়ীতে কাছারি একখানা।।
 সেই বাড়ী যখন হইনু অধিষ্ঠান।
 মিঞারা সকলে বলে এল মিঞাজান।।
 তাহারা বলিছে কাছারীতে বস এসে।
 আমি বসে রহিলাম খেড়পালা পাশে।।
 মিঞারা সকলে এসে সুধায় আমায়।
 ‘বাড়ী কোথা তব বল যাইবে কোথায়?’